বিনিয়োগ কৌশলের আদর্শ পত্রিকা

সিন্ধুক দর্শন

০৩। মার্চ সংখ্যা।২০২৩।₹ ৫:০০

www.sindhuk.com

প্রতিদিন চা-এর টাকা জমালেই 10 কোটি!

ছেলে ভোলানো নয়, রয়েছে সিক্রেট ফর্মুলা

BY BISWAJIT MALAKAR

প্রতিদিন চা-এর টাকা জমালেই 10 কোটি! ছেলে ভোলানো নয়, রয়েছে সিক্রেট ফর্মুলা

- **কোটি কোটি টাকা উপার্জন তো মোটেই সহজ নয়**
- **চা-এর টাকা জমিয়ে কোটিপতি হওয়া কি আদৌ সম্ভব?**
- **20 টাকা বাঁচিয়েই কোটিপতি হতে পারেন কোনও ব্যক্তি**

সকলেই টাকা উপার্জন করতে চান, কিন্তু টাকা উপার্জন করা মোটেই খুব একটা সহজ কাজ নয়। বিশেষ করে কোটি কোটি টাকা উপার্জন তো মোটেই সহজ নয়। কিন্তু কোটিপতি হওয়ার স্বপ্ন সকলেই দেখেন। তবে এটি মোটেই খুব একটা সহজ বিষয় নয়। বিশেষ করে এক্ষেত্রে অনেকেই প্রশ্ন করতে পারেন, চা-এর টাকা জমিয়ে কোটিপতি হওয়া কি আদৌ সম্ভব?

এর জন্য প্রয়োজন সঠিক বিনিয়োগ কৌশল ও টার্গেট। দিনে দু'কাপ চা খাওয়া বাদ দিয়ে সেই টাকা জমালেই কোটিপতি হওয়া যেতে পারে। চা প্রেমীরা সাধারণত দিনে গড়ে 2 বার চা পান করে। বর্তমানে ভালো দোকানে চা খেতে হলে কমপক্ষে 20 টাকা খরচ হয়েই যায়। এই 20 টাকা বাঁচিয়েই কোটিপতি হতে পারেন কোনও ব্যক্তি।

চা ছাড়ার দ্বিগুণ উপকারিতা

বেশিরভাগ মানুষ চায়ে চুমুক দিয়ে তাদের দিন শুরু করে। এমনকি কিছু ব্যক্তি রয়েছে যারা দিনে বেশ কয়েকবার চা খায়। তাঁরা যদি চা খাওয়া ছেড়ে দেন, সেক্ষেত্রে ধনী হতে পারেন। এর জন্য প্রয়োজন দৃঢ় সংকল্প ও ইচ্ছাশক্তি। এবার বলা যাক, 20 টাকা করে দৈনিক জমিয়ে কী ভাবে কোটিপতি হতে পারেন আপনি।

এর একটি বিশেষ সূত্র রয়েছে, যদি দিনে 2টি করে চায়ের টাকা সঞ্চয় করা হয়, সেক্ষেত্রে প্রতিদিন হিসেবে মাসের শেষে জমা হবে 600 টাকা। সঠিক জায়গায় এই পরিমাণে বিনিয়োগ করেই কোটিপতি হওয়া সম্ভব হয়। এর জন্য এই পরিমাণ অর্থ মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ করতে হবে। মিউচুয়াল ফান্ড দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগে প্রচুর টাকা রিটার্ন দেয়। এই রিটার্ন 15 থেকে 20 শতাংশ পর্যন্তও হতে পারে।

2 টি চা -এর টাকা দিয়ে যদি সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান (SIP) -এ বিনিয়োগ করা হয়, সেক্ষেত্রে একজন 20 বছর বয়সী যুবক এক মাসে একটি মিউচুয়াল ফান্ডে 600 টাকার এসআইপি করেন। যদি কোনও ব্যক্তি 40 বছরের জন্য বিনিয়োগ করেন, সেক্ষেত্রে মোট 2,88,000 টাকা জমা করা হবে। এক্ষেত্রে যদি 15 শতাংশের রিটার্ন পাওয়া যায়, সেক্ষেত্রে 1,88,42,253 টাকা জমা হবে। আবার যদি 20 শতাংশের রিটার্ন পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে জমা হবে প্রায় 10,18,16,777 টাকা। মনে রাখতে হবে, মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগে চক্রবৃদ্ধি হারে সুদে টাকা পাওয়া যায়। মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগে দীর্ঘমেয়াদী হওয়া উচিত। কারণ, চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ পাওয়ায় ছোট বিনিয়োগও দীর্ঘমেয়াদে একটি বড় ফান্ডে পরিণত হয়। কোটিপতি হওয়ার এই ফর্মুলা দারুণ, তাতে কোনও সন্দেহ না থাকলেও মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ করা ঝুঁকিপূর্ণ। শেয়ারবাজারে উত্থান-পতনের কারণে বিনিয়োগও প্রভাবিত হয়।

বি.দ্র: শেয়ার বাজারে, মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ বাজারগত ঝুঁকির আওতাধীন। তাই বিনিয়োগের ক্ষেত্রে নিজ ঝুঁকিতেই বিনিয়োগ করা উচিত।

লেখকঃ বিশ্বজিৎ মালাকার , সিন্ধুকের পক্ষে ।

আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে:-

www.sindhuk.com
Mobile:9832773806
sindhukcom@gmail.com